যুগান্তর

26 MAR 2003

খোলা আকাশের নিচে ক্লাস

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ১০টি স্কুল-মাদ্রাসার ৭ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী খোলা আকাশের নিচে বসিয়া ক্লাস করিতেছে। সপ্তাহ আগে ঘূর্ণিঝড়ে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তছনছ হইয়া যায়। সরকারি তরফ হইতে কোন সাহায্য সহায়তা এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা তেমন কোন নূতন খবর নয়, বিশেষ করিয়া প্রাক-বৈশাখে ঘূর্ণিবাত্যা আমাদের ফি-বৎসরের চিত্র। গ্রীষ্মকাল আসন্ন এবং কাল বৈশাখীর ছোবলও বলিতে গেলে চিরস্থায়ী ঘটনা। তবে অ-কাল বৈশাখীর ছোবলেও যে জনপদ ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইতে পারে এবং অসহায় হইতে পারে হতদরিদ্র পরিবার উহাও অবাক করিবার ঘটনা নয়। তবে, ফি-বৎসর অবাক করিবার ঘটনা হইল, ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত জনপদ কিংবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণে সরকারি তরফের গাফিলতি বা গড়িমসি কিংবা সিদ্ধান্তহীনতা অবাক করিবার মতোই। মির্জাপুরের যে কয়েকটি বিদ্যালয়ের ঘর ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হইয়াছে সেইগুলি পুনরায় খাড়া করিবার কাজটি সরকার এই বৎসর করিতে পারিবে, এমন প্রত্যাশা করাও হয়তো অন্যায়। সরকারের এই ধরনের আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকগণ যেমন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, তেমনি শিক্ষার্থীরাও। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলিয়া মিশিয়া খোলা আকাশের নিচেই ক্লাস শুরু করিয়াছেন। শিশু শিক্ষার্থীরা শিক্ষার ব্যাপারে এতটাই যখন আগ্রহী তাহা হইলে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কি করা উচিত? আমরা চাই, খোলা আকাশের নিচে থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের তুলিয়া আনা হউক ছাদের নিচে, ক্লাসরুমে। যদি এই কাজ দ্রুত করা না হয় তাহা হইলে এই সকল বিদ্যালয় হইতে ড্রপআউট হইয়া যাইবে অনেক গরিব ছেলেমেয়েই। আসন্ন বৈশাখ আর কাল বৈশাখী ঝড়ের ছোবল হানিবার আগেই এবং বৃষ্টি-বাদলের দিনের দুর্ভোগের কথা স্মরণে রাখিয়া আমরা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বলিতে চাই- শিক্ষানুরাগী শিশুদের জন্য ক্লাসরুমের ব্যবস্থা লওয়া হউক। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার কথা মনে রাখিয়া সরকারকে এক্ষেত্রে বিশেষ ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাই। সেই সঙ্গে দেশের যে সকল গ্রামের স্কুল-স্থাপনা জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে কিংবা বেঞ্চ-টেবিল-ব্ল্যাকবোর্ড নাই- অর্থাৎ অবকাঠামোগত সুবিধা নাই, সেইগুলিতে শিক্ষার্থীদের বসিবার উপযুক্ত করা হউক। ইহা শিক্ষাবঞ্চিত অগণিত শিশুর অধিকার বলিয়া বিবেচনা করিলে দায়িত্ব পালন কিংবা বাস্তবায়ন কোন সমস্যা নয়। সবার আগে নিজেদের মানসিকতা শিশু-অধিকার আদায়ের পক্ষে লইয়া আসিতে না পারিলে নৈতিকতার বিষয়টি স্খলিতই থাকিয়া যাইবে। ইহা কোন মানবিক কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে না।